অধ্যাপক ডঃ বদরুল হুদা খান, একজন বিশ্ব বিখ্যাত ই-লার্নিং বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, লেখক, বক্তা, এবং পরামর্শক। ১৯৯৫ সালে তিনিই প্রথম শিক্ষার জন্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের সম্ভাবনা চিহ্নিত করেন। ১৯৯৭ সালে তার বই 'ওয়েব-বেসড ইন্সট্রাকশন' যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি 'ওয়েববেসড ইনস্ট্রাকশন' ধারণাটি বিশ্বে প্রথম নিয়ে আসেন। এই বইটি বেস্ট সেলার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে এবং বিশ্বের প্রায় ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ডঃ খান এই বইটিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন যার ফলে লেখাপড়ায় ওয়েবের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে যা পরবর্তীতে মর্ডান ই-লার্নিংয়ের পথ সুগম করে দেয়।

অধ্যাপক খানের অসামান্য অবদানের জন্য ২০১৪ সালে নেটো (NATO) জোটভুক্ত দেশগুলোর ই-লার্নিংয়ের কনফারেন্সে তাঁকে "মর্ডান ই-লার্নিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে" আখ্যায়িত করেন। ২০১৫ সালে United States Distance Learning Association (USDLA) অধ্যাপক খানকে ***Hall of Fame*** (বিশ্বব্যাপী ই-লার্নিংয়ের কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব হিসাবে) সম্মানে ভূষিত করে। অধ্যাপক খানের মোবাইল লার্নিং মডেলটিকে কমনওয়েলথ জোটভুক্ত দেশগুলোর সংগঠন কমনওয়েলথ অফ লার্নিং (COL) একটি সম্পন্ন কার্যকর ও বৈধ মডেল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০১২ সালে মিশরীয় ই-লার্নিং বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিল ডঃ খানকে honorary distinguished professor of e-learning হিসেবে নিযুক্ত করে।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি থেকে রসায়নে স্নাতক ও ইনসট্রাকশনাল সিস্টেমস টেকনোলজিতে (শিক্ষাপ্রযুক্তি) ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন ১৯৯৪ সালে। ১৯৯৪ সালে তিনি ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসের এডুকেশনাল টেকনোলজি গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। এর আগে তিনি ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলে শিক্ষামূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯৭ সালে অধ্যাপক খান জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির এডুকেশনাল টেকনোলজি লিডারশিপ গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

শৈশব থেকে দেশে থাকার সময়ই টেলিভিশনে দেখতেন পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাপ্রযুক্তির মাধ্যমেই কিভাবে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে। তিনি সব সময় ভাবতেন আমরা কি কখনও এই ধরনের সুযোগ পাব না? তখন পুরো পৃথিবীতেই কমপিউটার ইন্টারনেট আজকের মতো এত সহজলভ্য ছিল না। কিন্তু তিনি সব সময় ভাবতেন উন্নত ও উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য কেন নিজের দেশ ছেড়ে তাঁকে অন্য দেশে যেতে হয়েছে? সে সময় যদি এখনকার মত প্রযুক্তিগত দূরশিক্ষণ পদ্ধতি বাংলাদেশে থাকত তবে তিনি নিজেই দেশে বসে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারতেন। তখন থেকেই শিক্ষার এ রকম একটি প্রযুক্তিগত মাধ্যম বা ক্ষেত্র আবির্ভাব ও প্রবর্তনের দিকে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। যখন "ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব" বা "ওয়েব" (Web) আবিষ্কার হলো তখন তিনি তার এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ দেখতে পেলেন। ৭০এর দশকে যেটা অভাবনীয় ছিল, ৯০এর দশকে ওয়েবের আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী বদলে গেল, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্ব জুড়ে শিক্ষার্থীরা সব ধরনের শিক্ষামূলক কনটেন্ট সম্পূর্ণ ফ্রি বা খুবই কম খরচে পেতে থাকল, অতএব, ওয়েবের উত্থানে ডঃ খানের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয় "এখন আমাদের আর পিছিয়ে থাকতে হবে না, উন্নত বিশ্বের শিক্ষার্থীদের মত বাঙালিরাও শিক্ষাই এগিয়ে যাবে" এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেয়ার সুযোগ খানকে এনে

দেয় এক অবিরাম আনন্দ ও অনুভূতি, ফলে তিনি অর্থপূর্ণ ই-লার্নিং তৈরি জন্য তার গবেষণা অব্যাহত রেখে তার বিশ্বনন্দিত "ই-লার্নিং ফ্রেমওয়ার্ক" প্রকাশ করেন ১৯৯৯ সনে।

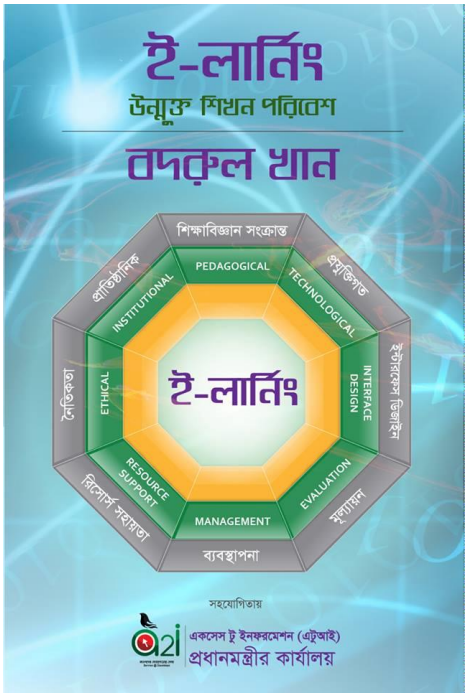

তার ফ্রেমওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে, তিনি ১৫ টি বই ও ১০০ টি রিসার্চ পেপার লিখেছেন, সারা বিশ্বে ১০০টির মত ই-লার্নিং সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন, এবং বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীরা যথাক্রমে তাদের পেশাদারী ও ডক্টরেট গবেষণার জন্য তাঁর প্রবর্তিত ই-লার্নিং ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করছেন। ই-লার্নিং ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্বব্যাংক, ন্যাটো, এডিবি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও বহু দেশের শিক্ষা মন্ত্রনালয়, বিভিন্ন বহুজাতিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। শিক্ষায় প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা বিশ্বখ্যাত অ্যাসোসিয়েশন ফর এডুকেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজির (AECT) ইন্টারন্যাশনাল ডিভিসনের সাবেক এ সভাপতি যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউজ অফিস অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি পলিসির (OSTP) ভার্চুয়াল এডুকেশনের একজন পরামর্শক হিসেবে জড়িত ছিলেন। ই-লার্নিংয়ে তাঁর বিভিন্ন বই প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের ২২টি ভাষায়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছে। বাংলায় এই প্রথম তাঁর ই-লার্নিং বই। তিনি সারা বিশ্বে ই-লার্নিং নিয়ে ওয়ার্কশপ ও বক্তৃতার পাশে পাশে, ১৯৯৬ সন থেকে বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, টেলিভিশনে, সংবাদপত্রে, সেমিনারে, সরকারী, এনজিও, ব্যবসায়িক ও সামাজিক সংস্থা সমুখে তিনি আইসিটি ভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপকারিতা এবং অর্থবহ প্রয়োগের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে ই-লার্নিংকে আপামার জনসাধারনের কাছে সহজ ভাবে পৌঁছানোর চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন।

তাঁর প্রবর্তিত পরিবেশবান্ধব ও অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ জীবনধর্মী ভ্রাম্যমাণ শিক্ষা বাহন জ্ঞানবাহন টি হচ্ছে ই-লার্নিং কে বাস্তবে রূপ দেবার একটি জনসেবামূলক প্রকল্প। **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বাংলা ভাষার সম্মানার্থে "জ্ঞানবাহন" নামে সারা বিশ্বে এ প্রকল্প চালু হবে**। তিনি জীবনব্যাপী কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা প্রসারে জ্ঞানবাহন গাড়িকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে নিয়ে যেতে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

http://BadrulKhan.com/ http://www.GyanBahan.com/

ডঃ খান আমেরিকাতে একটি নতুন টিভি শো "খান'স ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড" (KhansDigitalWorld.com) শুরু করেছেন যার মাধ্যমে তিনি বিশ্বব্যাপী আইসিটির ব্যবহারও উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং প্রতি episodeএ সুযোগ অনুযায়ী বাংলাদেশের আইসিটি সম্ভাব্য ভবিষ্যত নিয়েও আলোচনা করেন যাতে বিদেশী বিনিয়োগ মজবুত হয়। চট্টগ্রামের পাঠানটুলী খান বাড়িতে ডঃ খানের জন্ম। বাবা মরহুম লোকমান খান শেরওয়ানী একজন কবি, সাংবাদিক, এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মা মরহুমা শবনম খানম শেরওয়ানী একজন শিক্ষিকা, লেখিকা ও গায়িকা ছিলেন। বাবা এবং মা উভয়ই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেন। ডঃ খানের স্ত্রী সঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষাপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ড. সীমা খান, পুত্র ইনতিসার ও ইনসাত খান কে নিয়ে সপরিবারে আমেরিকায় বসবাস করেন।